দৈনিক খবর

তারিখ 19 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ক্যাম্পাসে অব্যাহত সন্ত্রাস প্রসঙ্গে

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে সন্ত্রাস হ্রাস পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কোনো কোনো শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ভয়াবহ আকারে বেড়ে চলেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি খুবই গুরুতর। ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের হামলা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ অনেক আগেই বিনষ্ট হয়েছে। গত পরশু ঢাকার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টে জানা গেল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ১৬ জানুয়ারী রাতের বেলায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধ শুরু হলে মুহুর্মুহুঃ গোলাগুলীর বিকট শব্দে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হতে থাকে। দৈনিক বাংলার নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্টে বলা হয়, রাত সাড়ে দশটায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলসহ ছাত্র ঐক্য পরিষদের সংঘর্ষ, ব্যাপক গোলাগুলী ও বোমাবাজিতে কমপক্ষে অর্ধশতাধিক ছাত্র আহত হয়। আহতদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। অধিকাংশ আহত ছাত্রই আটকা পড়ে যায়। ভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে কোনো এম্বুলেন্স আহতদের নিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে যেতে পারেনি। তিনটি হলের ৬০/৭০টি কক্ষে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। গভীর রাতে বোমা বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। বোমা ও গুলীর শব্দে আশপাশের জনপদ প্রকম্পিত হতে থাকে। শহীদ জোহা হলে অবস্থিত শিবির কর্মীরা এ সংঘর্ষে স্টেনগান, কাটা রাইফেল, পাইপগান, রিভলবার ও বন্দুক ব্যবহার করেছে। কয়েকশ' রাউন্ড গোলাগুলীসহ ব্যাপক বোমা বিস্ফোরণে সমগ্র ক্যাম্পাস এবং আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বলে সংবাদদাতা উল্লেখ করেন।

রাজশাহী সরকারী কলেজ ব্যাপক গোলাগুলী ও সহিংসতার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানেও সন্ত্রাসী তৎপরতায় নেতৃত্ব দিচ্ছে ছাত্র শিবির। বোমা, পিস্তল, কাটা রাইফেল, কিরিচ, চাইনীজ কুড়াল ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শিবিরের সশস্ত্র পান্ডারা প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় রাজশাহীতে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। শিবিরের সন্ত্রাসী চক্র ক্যাম্পাসে রক্ত ঝরাচ্ছে। রাজশাহীতে ছাত্র শিবির চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য উঠেপড়ে লেগেছে বলে সংবাদদাতারা জানান।

ওদিকে ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। সেখানে বিএনপি সমর্থিত ছাত্র-দলের বিবদমান দু'গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধের ফলে গোটা ক্যাম্পাসে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। গত শনিবারের বন্দুক যুদ্ধে শতাধিক রাউন্ড গুলীবর্ষণ ও ২০/২৫ জন ছাত্র আহত হবার সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং বরিশাল বিএম কলেজে সহিংসতার সংবাদ কাগজে ছাপা হয়েছে। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে শিবিরের অব্যাহত সন্ত্রাস ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। শিবিরের সশস্ত্র দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে পড়ালেখার পরিবেশ অনেক আগেই বিনষ্ট হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণভয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে যে যার বাড়ীতে ফিরে গেছে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সংক্রান্ত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ইসলামী ছাত্র শিবিরসহ কতিপয় ছাত্র সংগঠন অস্ত্রের জোরে ক্যাম্পাস দখলের চেষ্টা করায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বেড়ে গেছে। শিবিরের বাড়াবাড়ি সাম্প্রতিক কারণে ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষমতাসীনদের নেকনজরের বদৌলতে শিবির প্রকাশ্যে সহিংসতা চালাবার সুযোগ পাচ্ছে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় তারা যে রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাস গত কিছুদিন যাবৎ চালিয়ে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে শুধু শিক্ষাঙ্গনই নয়- অন্যত্রও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা গুরুতর হুমকির সম্মুখীন হবে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, ছাত্রলীগসহ বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর অগ্রযাত্রা রুখবার জন্য ক্ষমতাসীন মহলই ছাত্র শিবিরকে যা খুশী তাই করার ইন্ধন যোগাচ্ছে। এ অভিযোগ সত্য কিনা তা বলা মুশকিল। তবে সরকারী মদদের জোরেই যে শিবির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী তৎপরতায় মেতে উঠেছে, সেটি অনুমান করা কঠিন নয়। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, সরকারী মদদ না থাকলে শিবিরসহ স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া চালাতে পারত না। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা হয়ত বুঝতে পারছে না যে, দুধ-কলা দিয়ে যে কাল সাপ তারা পুষছে তারাই একদিন খোদ ক্ষমতাসীনদের শিরে ছোবল হানবে।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর শিক্ষাঙ্গনসহ গোটা দেশ সন্ত্রাসমুক্ত হবে বলে যে আশায় জনগণ উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল তা আজ কর্পূরের মতই বাতাসে মিলিয়ে গেছে। আশার স্থান অধিকার করেছে চরম হতাশা। প্রকৃতপক্ষে দেশবাসী আজ প্রচন্ড হতাশায় মুষড়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মন্দা, শিল্প কারখানায় অচলাবস্থা এবং শিল্পগুলো একে একে রুগ্ন হয়ে পড়ায় ব্যাপক শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই ও কর্মচ্যুতির দরুন বেকার সমস্যা আজ সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে এক দুঃসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তরুণদের মধ্যে হতাশা দ্রুত ছেয়ে যাওয়ায় তারা বিপথগামী হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারত্বজনিত হতাশাই মূল কারণ বলে অনেকে মনে করেন। সেইসাথে সন্ত্রাসও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ভয়াবহ আকারে। দেশের কোথাও মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নেই। ৩/৪টি জেলায় 'সর্বহারা' নামক 'বিপ্লবী'দের সশস্ত্র তৎপরতা, নরহত্যা ও ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ভয়াবহ আতংক নেমে এসেছে। যাকে খুশী বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গলা কেটে হত্যা করছে 'বিপ্লবী' নামধারী সন্ত্রাসীরা। এদের ক্রমবর্ধমান দৌরাত্ম্য সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় এন্তার রিপোর্ট ছাপা হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। মনে হয়, আইন-শৃংখলার এহেন গুরুতর অবনতি রোধ করার জন্য সরকারের বুঝি কিছুই করণীয় নেই। মন্ত্রী মহোদয়দের ভাবখানা এমন যে, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে তাঁরা ক্ষমতায় বসেছেন, তাই মেয়াদ শেষ হবার আগে তাঁদেরকে নামায় কে? ক্ষমতাসীনদের অতি আত্মতুষ্টির মনোভাবই দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে সাহায্য করছে কি না সেটাই একটা বড় প্রশ্ন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যেরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাকে রোধ করা জরুরী হয়ে পড়েছে বলে আমরা মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকার সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটবার আশংকা রয়েছে। তাই ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা আবারও কর্তৃপক্ষের নজর আকর্ষণ করছি।